ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৩৬৩
আগরতলা, ১০ জুন, ২০২৪

বাল তস্করি সে আজাদি-২.০
আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে কর্মশালা

শিশু পাচার প্রতিরোধে আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে ‘বাল তস্করি সে আজাদি-২.০’ শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে এবং রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রজ্ঞাভবনের ১নং হলে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, সদস্যাগণ, জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের রিসোর্সপার্সন সোনাক্ষী রাধিকা ছাড়াও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সজল বিশ্বাস, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, বিএসএফ, রাজ্য পুলিশ, এনসিসি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শ্রম, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, আশাকর্মী, জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সদস্যগণ, শিশু উন্নয়ন কমিটির সদস্যাগণ, অ্যান্টি হিউম্যান ট্রাফিক ইউনিটের সদস্যগণ অংশ নেন।

কর্মশালায় আলোচনার সূচনা করে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা বলেন, ভারতবর্ষে শিশু পাচার একটা বড় সমস্যা। আমাদের রাজ্যও তার ব্যতিক্রম নয়। শিশু পাচার প্রতিরোধে জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন এবছর দেশে ‘বাল তস্করি সে আজাদি-২.০’ অভিযান শুরু করেছে। তিনি বলেন, পাচারকৃত শিশুরা শ্রম, যৌন নির্যাতন, জোরপূর্বক বিবাহ ও দাসত্বের মতো গুরুতর শোষণের সম্মুখীন হয়। তাই শিশু পাচার রোধে অভিভাবকদের সচেতন থাকতে হবে। তিনি রাজ্য শিশু পাচার রোধে পুলিশ প্রশাসন ও সংবাদ সংস্থাকে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

আলোচনায় অংশ নিয়ে নয়াদিল্লিস্থিত জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের রিসোর্সপার্সন সোনাক্ষী রাধিকা শিশু পাচার প্রতিরোধে ‘বাল তস্করি সে আজাদি-২.০’ কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এবছর কমিশন দেশের ১০০টি সীমান্ত জেলায় এরূপ কর্মশালার আয়োজন করবে। কর্মশালায় তিনি বলেন, ২০২২ সালে দেশে ৮৩ হাজার ৩৫০ জন শিশু হারানোর অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। কমিশন শিশু শ্রম রোধ, বাল্য বিবাহ রোধ ও মাদক সেবন রোধে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তাছাড়া কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিএসএফ’র ৪২নং ব্যাটেলিয়ানের ডেপুটি কমান্ডেন্ট মুকুল কুমার, মোহনপুর মহকুমার এসডিপিও ড. কমল বিকাশ মজুমদার এবং ত্রিপুরা আইন কলেজের সহকারি অধ্যাপক স্বপন দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সজল বিশ্বাস।

****